এক প্রতারকের সন্ধানে

সিআইএ'র এজেন্ট নামে প্রতারণা

অনুসন্ধান করেছেন **সাইফুল হাসান**

ঈদের আগে অফিসে ছুটির আমেজ। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ অফিসে এক তরুণীর ফোন। নাম পরিচয় জানাতে ইচ্ছুক নন। কিছু তথ্য দিতে চান। যার সম্পর্কে তথ্য দিতে চান তার নাম ড. মোহাম্মদ ইকবাল। তরুণীকে জিজ্ঞাসা করা হলো কে এই ইকবাল? তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? কেন এই রিপোর্ট? এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের কারণে তরুণীটি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না মানে, কিছুদিন আগে আপনাদের পত্রিকায় একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের জাল সার্টিফিকেট নিয়ে একটা রিপোর্ট পড়েছি। ইকবাল সাহেবের কাগজপত্রও জাল বলে আমাদের ধারণা। পাশাপাশি সে অনেক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে...। চেহারা সুন্দর আর অতিরিক্ত স্মার্ট হওয়ার কারণে মেয়েরা প্রতারণার শিকার হচ্ছে। এছাড়াও এই লোক নিজেকে সিআইএ ও এফবিআই এজেন্ট বলে অনেক জায়গায় পরিচয় দেয়। বাংলাদেশে এফবিআই'র হয়ে সে একটা মিশনে এসেছে এমন কথাও বলে বেড়াচ্ছে। যদিও এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

তার কাছে জানতে চাইলাম তাহলে আপনার আপত্তির জায়গা কোথায়?

উত্তরে তরুণীর জবাব, 'সে এসব পরিচয় দিয়ে মানুষের কাছ থেকে বড় অংকের টাকা ধার নিচ্ছে। আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকেও আড়াই লাখ টাকা নিয়েছে। খবর পেয়েছি এমন অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে গায়েব হয়ে যায়। সিডি সুমন আর এই ইকবালের চারিত্রিক গুণাবলী প্রায় কাছাকাছি। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন, যদি মনে হয় রিপোর্ট করার মত কিছু আছে তাহলে করবেন। না হলে করবেন না।

মোহাম্মদ ইকবাল ওরফে স্যাম

আইডি কার্ডে যা আছে

ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা
ডিপার্টমেন্ট অব ইউএসডি বেজ
নাম : আর, উল্লাহ, ইকবাল, সামি
আইডি নং : ৮০৮-১৫০-৯৬৩৫
ছবিতে স্বাক্ষর : চিফ হিসেবে এরিক অ্যাডওয়ার্ড
সিকিউরিটি লিঙ্ক রোড # ১০১-ইউএস বেজ-৩৪৪৮
সিস্টেম # ০০০০০৬
জন্ম তারিখ # ১ নবেম্বর ১৯৭৩
কার্ডের মাঝখানে বড় করে সিআইএ লেখা ও আমেরিকান সরকারের লোগো
অকুপেশন কোড ২১ (বি) ইউএসএ
কার্ড হারালে যোগাযোগ : ১-৮৬৬-৪৮৩-৫১৩৭
যাদের অধীন : ৩২ (সি) ইউএসডি বেজ ১০১ ইউএসএ
কার্ডের অপর পাশে বড় করে লোগো তারপর একপাশে টার্গেট, অপর পাশে সিক্রেট লেখা
কার্ডে নাম: সামি ইকবাল রহমত উল্লাহ

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক হিসেবে বিষয়টি আপনাদের জানানোর প্রয়োজন মনে করে ফোন করেছি।'

তারপর ঈদ।

ছুটির পরে এক সন্ধ্যায় আবার ফোন। ফোনে তাকে বললাম আপনার দেয়া তথ্য নিয়ে চিন্তা করেছি, কিন্তু রিপোর্ট করার মতো কোনো উপাদান খুঁজে পাচ্ছি না।

দুদিন পরেই তিনি আবার যোগাযোগ করলেন। ঠিক হলো এলিফ্যান্ট রোডের এক রেস্তোরাঁয় দেখা করলে তিনি তথ্য দেবেন। তার সঙ্গে থাকবেন এমন একজন যিনি ড. মোহাম্মদ ইকবাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারেন। কাজে লাগবে। তরুণীও তার সঙ্গের জন ড. ইকবাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য দিলেন।

কে এই ইকবাল

যার সম্পর্কে অভিযোগ তার নাম মোহাম্মদ ইকবাল। কোনো কোনো জায়গায় সে সামি ইকবাল রহমতউল্লাহ বলেও পরিচিত। ইকবালের বায়োডাটা অনুযায়ী তার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে আমেরিকায়। ওয়াশিংটন ডিসির এমেরিকাস ইউনিভার্সিটি থেকে সে এমবিএ ও ব্যবসায়িক প্রশাসনে ডক্টরেট করেছে। প্রায় ৬টি ভাষায় কথা বলতে পারে। দাবায় নিউইয়র্ক ও পেনসিলভেনিয়া থেকে বিশেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

তরুণীটি ইকবালের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু ধারণা দিলেও সে কোথায় থাকে, কাদের সঙ্গে মেশে, যোগাযোগ করা যায় কিভাবে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারলেন না। পাশাপাশি রেস্টুরেন্টে দেখা হবার পর থেকে তিনি সব যোগাযোগও বন্ধ করে দেন। আবার তার কোনো টেলিফোন নম্বর বা ঠিকানা রেখে যাননি যাতে পুনরায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

তথ্যের সন্ধানে

চেহারার বর্ণনা শুনে গুলশান সার্কেলের একজন বলল, এই রকম চেহারার একজনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। তবে লোকটির নাম ইকবাল নয় স্যাম। তার কাছে জানতে চাইলাম এই স্যাম সম্পর্কে সে কি জানে। গুলশানের ছেলেটির নাম ধরা যাক শুভ। শুভ এই স্যাম সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য দিলো যা ইকবালের সঙ্গে মিলে যায়। পরে স্যামের একটা ছবি দিল। শুভর মাধ্যমেই জানা গেলো এই স্যাম গুলশানের কোথায় কাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। শুভর দেয়া ঠিকানা ধরে একদিন অন্য এক সার্কেলে গেলাম। একটি ক্যাফে। কেউ এই স্যামকে চেনে না। ফিরতে হলো হতাশ হয়ে। তারপরও আরও অনেক জায়গায়, অনেক লোকের কাছে স্যামের সন্ধান করা হলো। কিন্তু তাকে কেউ চেনে না।

শুভ একদিন ফোন করে জানালো গুলশানের ঐ ক্যাফেতে স্যামকে দু'দিন আগে সে দেখেছে। এরও দু'দিন পর ঐ ক্যাফেতে আবার গেলাম। এরপর শুভর কাছ থেকে পাওয়া ছবি দেখিয়ে কয়েকজনকে বললাম তারা একে চেনে কি না। একটি মেয়ে স্যামকে চিনলো। মেয়েটিও জানালো, এর নাম স্যাম। কিন্তু আমরা খুঁজছি ইকবালকে। মেয়েটি জানালো, স্যাম অনেকদিন ধরে ডুব মেরে আছে। হঠাৎ হঠাৎই সে নিখোঁজ হয়ে যায়। তবে স্যামের বিরুদ্ধেও ইকবালের মত টাকা ধার করে উধাও হয়ে যাবার রেকর্ড আছে। সাংবাদিক বলে মেয়েটি মুখ খুলতে চাইছিলো না। কথা বলতে বলতেই মেয়েটির একজন বন্ধু এলো। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা স্যামের ছবি দেখে ছেলেটি চিৎকার করে ওঠে। মেয়েটির কাছে ছেলেটি জানতে চায় স্যামের ছবি এখানে কেন? সে কোথায়? এই ছেলেটিকে তখন সাংবাদিক-এর পরিচয় দিয়ে স্যামকে যে খুঁজছি সেটা জানালাম। উদ্দেশ্য স্যামের মতোই দেখতে ইকবালকে খুঁজে বের করা। ছেলেটিকে জানাতেই সে জানালো এই স্যামই হল ইকবাল। কিন্তু সব জায়গায় স্যাম নামেই সে নিজের পরিচয় দেয়। এখান থেকেই জানা গেলো স্যাম আইইউবি ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। সে একজন ডিবিএ। ব্যবসায়িক প্রশাসনে ডক্টরেট। ছেলেটি একথা জানাতেও ভুললো না যে, সে একজন প্রতারক। ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোন করা হলে সেখান থেকে প্রথমে জানানো হয় এই নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ নেই। পরে আবার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়িক প্রশাসন বিভাগে যোগাযোগ করা হয়। কথা হয় এই বিভাগের শিক্ষক আমিনুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'কই ইকবাল নামে তো কোনো শিক্ষক নেই।' কিন্তু আমরা তো জানি আপনার এই বিভাগেই ড. মোহাম্মদ ইকবাল শিক্ষকতা করতেন। তিনি ২০১ নম্বর কোর্স পড়াতেন।

প্রফেসর আমিনুর রহমান কোনোভাবেই ইকবালকে স্মরণ করতে না পারলে যোগাযোগ করা হয় এই বিভাগের ডীন প্রফেসর বোরহান উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, সে মাত্র একমাস এখানে পড়িয়েছিল। তারপর আমরা তাকে বের করে দিয়েছি। কারণ তার পারফর্মেন্স ছিল জঘন্য। দ্বিতীয়ত তার সম্পর্কে আমাদের কাছে নানা রকম অভিযোগ আসছিলো। তার মধ্যে পাওনাদারের সংখ্যাই বেশি। এসব নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিলো না। কিন্তু তার বায়োডাটা অনুযায়ী যখন কাগজপত্র চাচ্ছিলাম সেগুলো দিতে সে ব্যর্থ হয়।'

ইন্ডিপেন্ডেন্টের মতো একটা বিশ্ববিদ্যালয় কাগজপত্র পরীক্ষা না করে যাকে তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবেন?

উত্তরে বোরহান উদ্দিন বলেন, 'ছেলেটি দেখতে সুন্দর, তার ওপর ভালো ইংরেজি বলে- এরকম কম্বিনেশন সচরাচর পাওয়া যায় না। তাছাড়া আমরা তাকে নিয়েছিলাম চুক্তিভিত্তিতে। কাগজপত্র পরীক্ষা করার জন্যও তো সময় দরকার। চাকরি পাবার জন্য তার রেফারেন্সটাও ছিল ভালো। আমরা বারবার কাগজপত্র চেয়ে ব্যর্থ হয়েছি, নিজেও আমেরিকায় খোঁজ-খবর করেছি। যখন বুঝেছি কাগজপত্র সব ভুয়া তখন তাকে বের করে দিয়েছি।'

রেফারেন্সের নাম জানতে চাইলে তিনি সেটা জানাতে অস্বীকৃতি জানান। তবে ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পর্কে জানতে চাইলে হেসে বলেন, 'ডক্টরেট ডিগ্রি থাকলে তো আমিই তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়ে নিতাম।' ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা তার সম্পর্কে এর বাইরে নতুন কোনা তথ্য দিতে পারলেন না।

বিভিন্ন জায়গায় তার সম্পর্কে খোঁজখবর করতে করতে জানা গেলো সে নিজেকে কোথাও কোথাও ইঞ্জিনিয়ার বলেও পরিচয় দেয়। কিছুদিন নর্থ সাউথে শিক্ষকতা করার কথাও বলে বেড়িয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইকবাল এসব পরিচয়ের ছদ্মাবরণে সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিকে টার্গেট করতো। ধনী পরিবারের কন্যারা ছিলো তার প্রধান টার্গেট। এতে প্রেম ও তার আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে টাকা ধার পাবার সুবিধা বেশি।

ইকবাল আমেরিকায় থাকাকালীন এক আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করে। সেখানেও এ ধরনের ঘটনা ঘটালে মেয়েটি তাকে ডিভোর্স দেয়। সেখানকার জেলেও সে কিছুদিন ছিল। পরে আমেরিকান সরকার তাকে বহিষ্কার করে

ঘটনার পেছনে

অনুসন্ধানে জানা যায়, ইকবালকে ঢাকায় দেখা যায় ২০০০ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে। তার আগে আমেরিকায় ছিল বলে কেউ কেউ দাবি করেন। তার সম্পর্কে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় একটি বায়িং হাউজে চাকরি তাকে অনেকগুলো সুযোগ এনে দেয়। নাম জেডএক্সওয়াই। জেডএক্সওয়াই ২০০২ সালে একটি ফ্যাশন শোয়ের আয়োজন করে। এই শোতে উঠতি একঝাঁক মডেল কাজ করে। ইকবালের প্রথম শিকার এরাই। সুন্দর ব্যবহারের কারণে সে অল্প সময়ের মধ্যে উঠতি এসব মডেলের বন্ধু হয়ে ওঠে। বলা যায় ঢাকাতে তার প্রতারণার জাল পাতা শুরু হয়

এখান থেকেই। মডেলদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা শুরু করে সে। এই মডেলদের কেউ কেউ গুলশানে লী নামের একটা ক্যাফেতে আড্ডা দিতো। ইকবালও এখানে যাতায়াত শুরু করে। নিত্যনতুন গাড়ি নিয়ে ইকবাল এই আড্ডায় আসতো। অনুসন্ধানে জানা যায়, ইকবাল প্রায়ই শোনাতো এসব গাড়ি তার কেনা। কিন্তু এসব গাড়ি সংগ্রহ করতো তার সদ্য পরিচিত কোনো বন্ধু/বান্ধবীর কাছ থেকে। তার বিরুদ্ধে কেউ কেউ গাড়ি চুরির অভিযোগও করেন। লী ক্যাফেতে আড্ডার সময় ইকবাল অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। জড়িয়ে পড়ে অনেক মেয়ের সঙ্গে। এসব মেয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা সহজেই অনুমেয়। এরকম একটি মেয়ের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, 'একটি ফ্যাশন শোতে স্যামের সঙ্গে পরিচয়। অসম্ভব স্মার্টনেসে আমি মুগ্ধ হই। সেও আমার প্রতি আগ্রহ দেখায়। ফলাফল, দ্রুতই আমরা একটা সম্পর্কের দিকে ধাবিত হই। কয়েক দিন তার সঙ্গে চলার পর অনুমান করতে পারি কোনো একটা ভুল করছি। নিত্যনতুন গাড়ি নিয়ে আসতো। বারিধারার এক ফ্ল্যাটে নিয়মিত যেতাম আমরা। গুলশানের এক ফ্ল্যাটেও নিয়ে গেছে। আমাকে বলতো ফ্ল্যাট তার। আমি বিশ্বাস করতাম। বন্ধু/বান্ধবীরা ওর সম্পর্কে নানা কথা বলে। ওকে জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা জেলাসি বলে উড়িয়ে দেয়। আমি নিজেও তাকে অনেক মেয়ের সঙ্গে দেখেছি। এসব বিষয়ে এক উত্তর- মেয়েগুলো তার ফ্রেন্ড। শুধু তাই নয়, সে আমার এক বন্ধুর সঙ্গেও ডেট করে। ব্যাপারগুলো যখন পরিষ্কার হতে থাকে তখন আমি স্যামের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসি।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মোহাম্মদ ইকবালের পিতা বার্মিজ, মা বাঙালি। বার্মাতে এখনও তার যোগাযোগ আছে। যে সমস্ত ঘটনার আলামত পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় ইকবালের সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত। এই চেইনটি আন্তর্জাতিকভাবে চালিত। তার সঙ্গে কিছু বার্মিজ নাগরিক দেখা গেছে। ইকবাল ঢাকার আগে চট্টগ্রামে আস্তানা গাড়ে। সেখানেও সে এ ধরনের ঘটনা ঘটায়। অনুসন্ধানে চট্টগ্রামের একটি মেয়ে সংক্রান্ত ঘটনার কথা জানা যায়। অনেক কষ্টে মেয়েটি ইকবালের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ইকবালের শিকার : অজানা কাহিনী

ইকবাল প্রসঙ্গে যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারাই অনুরোধ করেছে ২০০০ যেন সবাইকে সাবধান করে দেয়। জেডএক্সওয়াইয়ের ফ্যাশন শোর সময় মেধাবী ছাত্রী ও সম্ভাবনাময়ী একজন মডেলকে সে টার্গেট করে। তার ভাই ও পরিবারের সঙ্গে সে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মডেলটি তার বাবার একমাত্র কন্যা। ডিবিএধারী ছেলে দেখে মডেলটির বাবা-মা মেয়ের বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগেন। পরিবারের চাপে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বিয়েতে রাজি হয়। দেড় মাসের মাথায় ডিভোর্স। মেয়েটিই তালাক দেয়। ইকবাল সম্পর্কে জানার জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। প্রথমে কথা বলতে না চাইলেও পরে তিনি রাজি হন। তিনি বলেন, 'প্রথম থেকেই তার সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু বাবা-মার জেদের কাছে আমাকে হার মানতে হয়। বিয়ের পরই বুঝি কি ভুল হয়েছে। বিয়ের পর সে আমাকে নিয়ে একটা অভিজাত ফ্ল্যাটে ওঠে। প্রথমে ফ্ল্যাটের সবকিছু তার জানালেও পরে জানতে পারি এগুলো তার খালার। স্বামী যখন কথায় কথায় মিথ্যা বলে তখন অবস্থা কি দাঁড়ায় বুঝতেই পারছেন। আমার পরিবারও বুঝতে পারে তারা কি ভুল করেছে।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই মেয়েটির কিছু নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকেও ইকবাল বড় অঙ্কের টাকা নিয়েছে। চট্টগ্রামেও সে একটি বিয়ে করেছিল বলে জানা গেছে। মডেটির এক বান্ধবীর কাছ থেকে জানা যায়, ইকবাল বাইরে এমন আচরণ করে যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারে না। কিন্তু সব সময়ই তার টার্গেট সুন্দরী তরুণী আর ধনবান লোকজন। বেশকিছু লোকের সঙ্গে কথা বলে ধারণা পাওয়া গেছে, সে প্রায় কয়েক কোটি টাকা বিভিন্নভাবে লোকজনের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ী মামুনের কাছ থেকে ৩৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি সূত্র জানায়, ইকবাল আমেরিকায় থাকাকালীন এক আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করে। সেখানেও এ ধরনের ঘটনা ঘটালে মেয়েটি তাকে ডিভোর্স ও পুলিশে দেয়। সেখানকার জেলেও সে ৩ মাস ছিল। পরে আমেরিকান সরকার তাকে বহিষ্কার করে।

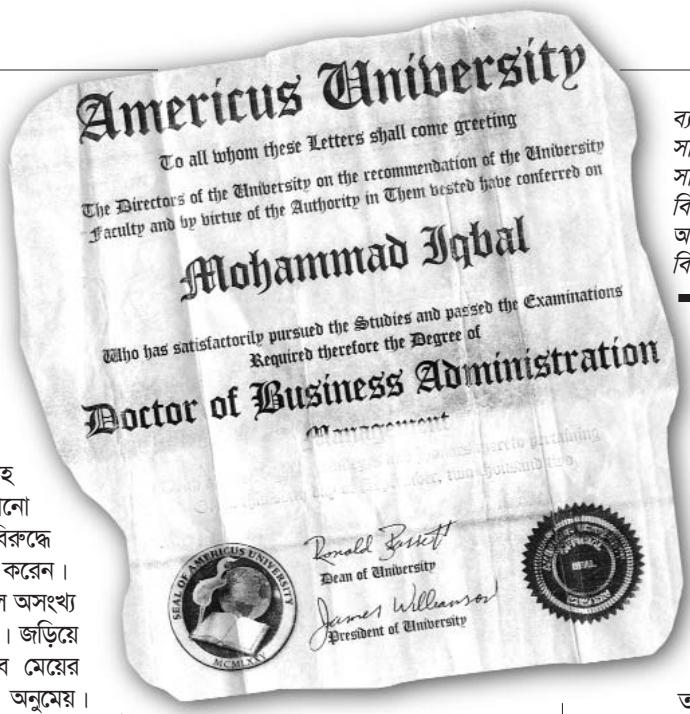

ব্যবসায়িক প্রশাসনে ডক্টরেট সার্টিফিকেট। এই রকম ভুয়া সার্টিফিকেট দেখিয়ে ইকবাল বিভিন্ন জায়গায় চাকরি নেয়। আদতে আমেরিকাস বলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকায় নেই

ইকবালকে হন্যে হয়ে খুঁজছে ঢাকার গুলশান এলাকায় এমন অনেক লোক খুঁজে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে গুলশানস্থ এম্পায়ার ফার্নিচার ও শোকেস নামক একটি বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইকবালের প্রতারণার শিকার বলে জানা গেছে। এম্পায়ারের মালিককে ফোন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে জানা যায়, ঢাকার নামকরা দুই মডেলের সঙ্গে ইকবালের যোগাযোগ আছে। এমন কথাও শোনা যায়, এই দুই মডেলই ইকবালের প্রেমিকা। এই দুই মডেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, 'স্যাম একটা প্রতারক। তার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তার সম্পর্কে এসব অভিযোগ আমরা আগে থেকেই শুনেছি। বরং আমাদের সঙ্গে সে এমন না করলেও পরিচিতজনদের সঙ্গে এমন করেছে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো প্রশ্নই আসে না। তার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই।' অন্য এক মডেল বলেন, 'ও আমাদের কাছে আমেরিকান অ্যাম্বেসী ও অ্যামিরেটসে চাকরি করতো বলে গল্প করেছিলো। সে নাকি স্টুডেন্ট কাউন্সিলর হিসেবে অ্যাম্বেসিতে ছিলো। পরে আমি আমেরিকায় পড়তে যাবার চেষ্টা করাকালীন তার সাহায্য নিতে গিয়ে দেখি সে মিথ্যা বলেছে। পরে জিজ্ঞাসা করলে অ্যামিরেটসে জয়েন করেছে বলে জানায়। খোঁজ নিয়ে দেখেছি এটাও সত্য নয়। কিন্তু ওর সঙ্গে অনেক খারাপ লোকের যোগাযোগ আছে দেখে ভয়ে কিছু বলিনি। আসলে এসব বলে সে অ্যাডভান্টেজ নিতো।'

সিআইএ'র এজেন্ট নামে প্রতারণা

জেডএক্সওয়াইতে চাকরি করার সময়

মডেলদের বলতো, সে আসলে আমেরিকান আর্মিতে চাকরি করে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই'র হয়ে একটা মিশনে এসেছে। একজন মডেল তার কাছে অস্ত্রও দেখেছে বলে জানায়। অল্প দিনের মধ্যেই জেড এক্সওয়াই থেকে চাকরিচ্যুত করা হয় তাকে। তার সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্য জেড এক্সওয়াইতে ফোন করা হলে সেখানে বিজয় নামের একজন জানায়, 'প্রতারণা ও আরও কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়।' এই কোম্পানির প্রধান অ্যাবি জামাল দেশের বাইরে থাকায় তিনি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। জেড এক্সওয়াইয়ের কুকার মার্টিনকে আমেরিকা পাঠাবার নাম করে ৫০ হাজার টাকা নেয় বলে জানা গেছে। এ সময় প্রায় সবাই বিশ্বাস করতে থাকে সে এফবিআইয়ের এজেন্ট, বিশেষ করে উঠতি মডেলরা। পরের দিকে সিআইএ এজেন্ট পরিচয়েও সে প্রতারণা করতে শুরু করে। অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে ইকবালের ছবি সংবলিত সিআইএর একটি আইডি কার্ড এই প্রতিনিধির হাতে এসে পৌঁছায়। কার্ডটি লেমিনেটেড। কার্ডে তার নাম ব্যবহৃত হয়েছে আর উল্লাহ, ইকবাল, সামি।

এ বিষয়ে জানার জন্য আমেরিকান তথ্য সেন্টারে যোগাযোগ করা হয়। একজন কর্মকর্তা বলেন, 'সিআইএর কার্ড কেমন আমি কোনো দিন দেখিনি। সাধারণ মতে যদি কারও কার্ড থেকে থাকে সে কোনোদিনই কাউকে বলবে না। তার কার্ড আর যাই হোক কোনো সাংবাদিকের হাতে পৌঁছাবে বলে মনে হয় না। আপনাকে ধন্যবাদ, বিষয়টি জানিয়েছেন বলে। তবে আমার ধারণা, ভুয়া কার্ড বানিয়ে কেউ হয়তো প্রতারণা করার চেষ্টা করছে। তারপরও আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানাবো।' পরে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি শুধু প্রতারণা করার জন্যই কেউ এমন করেছে। সিআইএর এজেন্ট হিসেবে মডেলদের কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে পরিচয় দেয়ার অভিযোগ অবশ্য পাওয়া যায়নি।

শুধু সিআইএর এজেন্ট নয়, বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্য সে যেসব কাগজপত্র দিয়েছিলো তার সবই ভুয়া। কাগজপত্র মতে, সে অ্যামেরিকাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি ও উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছে। আমেরিকান তথ্য সেন্টার এই নামের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জানাতে পারেনি। www.univsource.com নামক ওয়েব সাইটে সমগ্র আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা বর্ণমালা অনুসারে দেয়া আছে। সেখানেও এ নামের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

স্যাম বা ইকবালের খোঁজে ১৫ দিন

যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ তার বক্তব্য কি? এটা জানার জন্য তার সঙ্গে কথা বলা জরুরি হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সর্বশেষ তাকে ২০ তারিখ রাতে ৩ জন তরুণী বেষ্ঠিত গুলশানস্থ উইমপি রেস্টুরেন্টে দেখা গেছে। একজন মডেলের কাছ থেকে জানা যায়, ইকবাল বনানীস্থ একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। এক পর্যায়ে তার একটি ভিজিটিং কার্ডও হাতে আসে। সেখানে তার মোবাইল নম্বর রয়েছে। ০১৭২১৮৯০৮২ এই নম্বরে বারবার ফোন করে বন্ধ পাওয়া গেছে। স্কুলে ফোন করে জানা যায়, ভাইস প্রিন্সিপাল ঈদের আগে থেকে ছুটিতে। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, ১৯ নবেম্বর তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। স্কুলের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মাহাফুজুল হক জানান, '১৮ নবেম্বর থানা থেকে ফোন আসে। গুলশান থানা তাকে গ্রেপ্তার করে। থানায় গিয়ে তার সম্পর্কিত অভিযোগ শুনে অবাক। সেই রাতেই তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়।'

এখানেই অন্য এক ভদ্রলোক মোহাম্মদ ইকবালের অ্যারেস্ট হবার কাহিনী বলেন। এক বার্মিজ ভদ্রলোক তাকে খুঁজছিলেন বিগত ৩ বছর। এক সময় ইকবাল বিপদে পড়ে এই লোকের কাছে আশ্রয় চায়। এক সপ্তাহ থাকার পর এই লোকের বিয়ের স্যুট, গাড়ি ও অর্থ নিয়ে পালায় ইকবাল। ১৮ তারিখ বার্মিজ এই লোক এ বিষয়ে গুলশান থানায় মামলা করেন। মামলা নং ৪৯। ৪০৬ ও ৪২০ ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। এর দুদিন পরে মার্টিন রোজারিও নামে আরও একজন এই ইকবালের বিরুদ্ধে মামলা করেন। গুলশান থানায় মামলা নাম্বার ৫৩। বার্মিজ এই নাগরিকের নাম জলিম'স। হঠাৎই ১৮ তারিখ রাস্তায় ইকবালকে পেয়ে থানার হাতে তুলে দেন। জানা যায়, সেখানে একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার ইকবালকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ইকবাল সব অপরাধ স্বীকারও করে। পরে কোর্ট থেকে জামিনে বেরিয়ে আসে। জানা গেছে, ইকবাল সম্প্রতি বিভিন্নজনকে ফোন করে বলে বেড়াচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি বার্মিজ লোকটিকে হত্যা করবে। সেই সঙ্গে যারা তার বিরোধিতা করছে তাদেরও দেখে নেবে। যোগাযোগ করা হয় জলিম স'র সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমার জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাকে আমি পুলিশে দিয়েছি। যে কাজটা আপনি করছেন সেই কাজ আমি গত ২ বছর ধরে করছি। দেখেন যদি কিছু করতে পারেন।'

এ বিষয়ে গুলশান থানায় যোগাযোগ করা হয়। কথা হয় থানার ওসি ইফতেখার হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'ইকবাল বিশ্বচিট। বার্মিজ লোকটির আগে আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। তাকে ধরার পর রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সে বনানীর ইনডিজেনাস স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। জিজ্ঞাসাবাদে তার সম্পর্কে এত সব প্রতারণার অভিযোগ এসেছে যা কল্পনার বাইরে। আল্লাহ ওকে সুন্দর মুখশ্রী দিয়েছে, ও সেটা প্রতারণার কাজে ব্যবহার করেছে।' ইকবাল সিআইএর এজেন্ট পরিচয় দেয়। আপনার কি মনে হয় সে আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে জড়িত? উত্তরে তিনি বলেন, 'না আন্তর্জাতিক কোনো চক্রের সঙ্গে জড়িত নয়। সিআইএর এজেন্ট সংক্রান্ত একটা কার্ড আমরা উদ্ধার করি। পরে আমেরিকান অ্যাম্বাসিকে খবর দিলে তারা এসে ছবি তুলে নিয়ে যায়। ডিটেলস জেনে গেছে। এগুলো সামাজিক অপরাধ। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তার নামে মামলা করেছি। বাদবাকি তো কোর্টের ব্যাপার।'

আমেরিকান অ্যাম্বাসি বিষয়টি জানার পরও এই বিষয়ে কেন জনগণকে সচেতন করেনি সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। যখন আমেরিকান সরকারের একটা এজেন্সির পরিচয়ে কেউ প্রতারণা করে তখন এ বিষয়ে হাইকমিশন সতর্ক করবে এটাই ধরে নেয়া যায়। পুলিশ ইকবালের কাছ থেকে যে সিআই-এর কার্ড উদ্ধার করে সেখানে ইকবালের নাম ছিল সামি জেনাস খান। সামাজিক এত অপরাধ করার পরও সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার পরবর্তী শিকার।

সে এসব পরিচয় দিয়ে মানুষের কাছ থেকে বড় অংকের টাকা ধার নিচ্ছে। আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকেও আড়াই লাখ টাকা নিয়েছে। খবর পেয়েছি এমন অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে গায়েব হয়ে যায়। সিডি সুমন আর এই ইকবালের চারিত্রিক গুণাবলী প্রায় কাছাকাছি।